দর্শনার ধীরু বাউল সহ ১০ জনকে সম্মাননা

অপ সংস্কৃতি রুখতে ও গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ অনুষ্ঠান বেশী বেশী প্রচার ও প্রসার করতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন ব্যাপি ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী অডিটোরিয়ামে দুই বাংলার (ভারত-বাংলাদেশ) কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে মিলন মেলা ও সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ও চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান ধীরু বাউল ও কলকাতার শিল্পী ড.শিবানি দাসের কন্ঠে লালন সাঁইজির বিখ্যাত বাণী”” মিলন হবে কতদিনে” গানের মধ্যে দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভাপতি ড. রাধাকান্ত সরকারের সভাপতিত্বে দুদিন ব্যাপি এ বর্ণাঢ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ফরিদা ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন দেশে বা বিদেশে মাটিরগান লোকগান বাউল জারিগান, বিচ্ছেদি, যাত্রা নাটক হারাতে বসেছে।এক সময় গ্রামের বাঁশতলা বটতলা, হাটেরমোড়ে, বড় উঠানে এ সব লোকজ অনুষ্টান হইতো, তখন গ্রামের সব বয়সি মানুষ রাত জেগে বসে বসে শুনতো। কত ভালো না লাগতো। বর্তমানে সেই সব মাটিরগান সহ অন্যান্য অনুস্ঠান না থাকায় আমরা যেন রুক্ষ মেজাজি বদ মেজাজি হয়ে বড়দের সম্মান না দিয়ে ইচ্ছেমত চলছি।তবে দেরীতে হলেও কলকাতা বিশ্ববংগ সাংস্কৃতিক সংগঠন যে এতো বড় একটি দায়িত্ব নিয়ে দুই বাংলার কবি শিল্পীদের মিলনমেলা ঘটাতে পেরেছে তার জন্য সংগঠনটিকে ধন্যবাদ। তিনি বললেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা মহদ্বয়ের সাথে গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুস্ঠান দেখলাম,তবে আমার দেশের মাটিরগান বাউলগান বিচ্ছেদগানের যে সুর টান তা পেলামনা।তবে আমি কথা দিচ্ছি বাংলার চিরায়ত রুপ মাটিরগান ও লোকসংস্কৃতি উজ্জিবিত করতে আমার দেশে যত সহযোগিতা দরকার তা করবো,প্রয়োজনে সরকার বাহাদুরের সহযোগিতা প্রার্থনা

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে মেসার্স সাইম ট্রেডার্স পুড়ে ভস্নীভূত

দামুড়হুদার চারুলিয়া গ্রামে সার ও কীটনাশকের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী চারুলিয়া গ্রামের পুলপাড়া এলাকার মৃত নজরুল মাষ্টারের ছেলে শওকত আলী(৬০)।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে নিজ বাড়ির সাথে সার ও কীটনাশকের দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ী শওকত আলীর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গোডাউনে বৈত্যতিক তার ছিড়ে আগুন লাগতে পারে। শুক্রবার ভোর ৪ টার দিকে প্রথমে স্থানীয় এলাকাবাসীরা দেখতে পান। ততক্ষণে এক ঘন্টা ধরে আগুন জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল বলে জানানো হয়। এসময় মসজিদে যাওয়া মুসল্লী ও প্রতিবেশীদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সার ও কীটনাশকের পুরো সার, বীজ ও কীটনাশকের গোডাউনে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ শওগত আলী কান্না জড়িত কণ্ঠে জানান,আমার দোকানের ক্যাশবাক্সে থাকা নগদ প্রায় পাঁচ লাখ টাকা,হিসাব খাতাসহ সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আমি শেষ। আমার আর পুঁজি বলতে আর কিছুই রইল না। এই দোকানের কামাই রোজগার দিয়েই সংসার ও সন্তানের লেখাপাড়ার খরচ চালাতাম। এখন কি হবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আমি খবর পাওয়া মাত্রই পুড়ে যাওয়া ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করেছি। ক্ষতিগ্রস্থদের সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সর্বাত্বক চেষ্টা করছি। তিনি আরো বলেন আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সু- দৃষ্টি কামনা করছি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

দামুড়হুদায় আলম সাধুর ধাক্কায় পাখি ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের লক্ষিপুর (গয়েশপুর) গ্রামে পাখিভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে আলমসাধুর ধাক্কায় জমেশ আলী(৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে গোপালপুর প্রাইমারি স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জমেশ আলী দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামের মৃত ইয়াছিন মিস্ত্রির ছেলে।

জানা গেছে, বাড়ি থেকে পাখি ভ্যানে সকাল ৮ টার দিকে রামনগর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন তিনি, পথের মধ্যে মোল্লাপাড়ায় চায়ের দোকানে চা পান করে আবারও রওনা দেন।

গোপালপুর উত্তর পাড়া প্রাইমারি স্কুলের সামনে পৌঁছালে একটি আলমসাধু গোডাউন থেকে ভুট্টা নিয়ে রাস্তায় উঠছিল,ঠিক তখনই আলমসাধুর সাথে ধাক্কা লাগে ঘটনাস্থলেই পাখিভ্যান উল্টে নিহত হয় জমেশ আলী। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায়, মরদেহ বাদ জুম্মা নিজ গ্রামে দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ২

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ২৭ পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ ২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করা

হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান নেতৃত্বে এসআই (নি:)মোঃ মাসুদ রানা সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ শুক্রবার দুপুর ১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জনৈক নীলরতন সাহার গোডাউনের সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে দুইজন কে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী বুজরুকগড়গড়ি (কেদারগঞ্জ) গ্রামের কাবিল উদ্দিনের ছেলে মোঃ বদর উদ্দিন বাদল (৩৩), আলমডাঙ্গা থানার জেহালা মুন্সিগঞ্জ গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে মোঃ জানে আলম নয়ন (৪২) ।

এসময় তাদের দেহ তলাশি করে ২৭ (সাতাশ) পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান বলেন,গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের রাজনৈতিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গায় সফররত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী মনোজ কুমার জেলার কেরু এ্যান্ড কোম্পানী গেষ্ট হাউস,ও কেরু ডিস্টিলারী বিভাগ রাজনৈতিক, সামাজিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

গত বুধবার (১৭ মে) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন তিনি। এর আগে বিকেল চারটায়

ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী মনোজ কুমার আলোচনায় উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য আশ্বস্ত করে বলেন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো। অনেক দারুণ দারুণ পরামর্শ পেয়েছি। আমি আমাদের ভারত সরকারকে আপনাদের মতামত গুলো জানাবো।ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী মনোজ কুমার বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা থেকে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী পরিদর্শন করে।

এ সময় তিনি কেরু ডিষ্টিলারী বিভাগ কেরুর পাইপ লাইন পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা কেরুজ প্রশাসন বিভাগের এ ডি এম ইউসুফ আলী,দর্শনা কেরুজ ষ্টোর কিপার ইনচার্জ লিংকন ঢালী।পরিদর্শন শেষে ডিসি ইকোপার্ক ঘুরে তিনি বিদায় নেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ীর এক বছরের জেল

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন বাবুল শেখ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে এক বছরের জেল ও১০০ টাকা জরিমানা করেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে সদর উপজেলার দৌলতদিয়ার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান তার বসত ঘর থেকে ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন জব্দ করে তাকে আটক করা হয়।
পরে সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার শামীম ভূঁইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বাবুল শেখকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডিত বাবুল শেখ দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার মৃত দাউদ আলী শেখের ছেলে। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করলেন ইউএনও

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়নে মঙ্গলবার বিকাল ৩ টা সময় অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কাবিখা, কাবিটা ২য় পর্যায়, কর্মসূচির প্রকল্প কাজের পরিদর্শন করলেন ইউএনও রোকসানা মিতা।

দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি পশ্চিম পাড়া রাস্তা ও ধান্যঘরা পূর্ব পাড়া রাস্তার ফ্ল্যাট সলিং এবং বুইচিতলা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রাংগনে মাটি ভরাট প্রকল্প কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন নির্মাণমাধীন প্রকল্পের কাজের পরিদর্শন করলেন। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, পিআইও, মিজানুর রহমান।

অপরদিকে চলমান রাস্তার কাবিখা কাবিটা গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন মাটি ভরাট সংস্কার রাস্তার ফ্ল্যাট সলিং অন্তর্ভুক্ত রাস্তাতার কাজের উন্নত মানের ইট বালি সরবরাহ করা সহ দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।এছাড়া প্রকল্পের কাজের মান সন্তোষজনক।

সময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, বর্ষা মৌসুমে জনগনের চলাচল সহ যে কোন সমস্যা আমরা দ্রুুততার সাথে সমাধান করবো। বর্তমান সরকারের অঙ্গিকার বাস্তবায়নে আমরা সকল সময় নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছি।

দর্শনায় পৃথক অভিযানে ১৭৫

বোতল ফেনসিডিলসহ দুজন গ্রেফতার

দর্শনায় ঝিনাইদহ র্যাব ৬ ও দর্শনা থানা পুলিশ পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৭৫বোতল ফেনসিডিলসহ দুজন মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে গত সোমবার (১৫ মে) দিবাগত রাত ১টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় মদনা বাজার হতে প্রতাবপুরগামী পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত এস এম আমান উল্লাহ এর নেতৃত্বে, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন সঙ্গীয় অফিসার এসআই টিপু সুলতান, এসআই শামীম রেজা, এসআই সুজন অভিযান চালিয়ে মিলন মিয়া (৪০) কে গ্রেফতার করে। তার কাছন থেকে ১৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।সে ঝাঝাডাঙ্গা (বাগানপাড়া),ও মদনা (দক্ষিনপাড়ার মৃত্য মুজিবর রহমানের ছেলে।

গতকালই এস আই সোহেল রানা বাদি হয়ে শামীম রেজা নামে মাদক আইনে মামলা সহ আদালতে প্রেরন করেছে।অপরদিকে সোমবার (১৫ মে) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ র্যাব ৬ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজরের যাত্রী ছাউনির সামনে।

এ সময় র্যাব জীবনগর উপজেলার ছটাংগা পাড়ার শামীম রেজাকে (২২) গ্রেফতার করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে ৪৩ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় র্যাব বাদি হয়ে দর্শনা থানায় শামীম রেজার মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে। গতকালই তাদের দুজনকে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করছে।

চুয়াডাঙ্গার বদরগন্জে রয়েল

এক্সপ্রেসকে ওভারটেক করতে গিয়ে পৃর্বশা পরিবহন খাদে সুপারভাইজার সাগর নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে ঢাকাগামী পৃর্বাশা পরিবহন ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পৃর্বাশা পরিবহনের সুপারভাইজার ঘটনাস্থলে নিহত হয় সাগর (২৬)। আহত হয় ৯ যাত্রী।উদ্ধার কাজের সময় চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভীস ও সিভিল ডিফেন্সের এক কর্মী আহত হয়।আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানাগেছে গতকাল সোমবার (১৫ মে) দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে ঢাকার উদ্দ্যেশে ছেড়ে যায় পৃর্বাশা পরিবহনের এসি ঢাকা মেট্রো ব- ১৫-৫২৪২) পরিবহন বাসটি।চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ মহাসড়কের বদরগন্জ বাজার এলাকায় পৌছে রয়েল পরিবহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উল্টে বাসটি পড়ে যায়।এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় দর্শনা পৌরসভার ইসলামবাজারের বাবু কসাইয়ের ছেলে সাগর (২৬)।

আহত হয় দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর ছেলে রনি (৩৮) দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের পোলতাপাড়া ইউনিয়নের গ্রামের আলতাব হোসেনের ছেলে শাহাবুল হক(৫৫) আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের গুপীনগর গ্রামের মন্ডল পাড়ার নৃর ইসলামের ছেলে আল আমিন (২৫) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের শেখ পাড়ার ফরজ আলীর ছেলে মিরাজ (২৬) জীবনগর উপজেলার বৈদ্যনাথপুর গ্রামের দিদার হোসেনের ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩৫) চুয়াডাঙ্গা কোর্টপাড়ার আকসেদ আলীর ছেলে পিনা ইসলাম (৫৫) চুয়াডঙ্গার সুমিরদিয়া গ্রামের শাহাদৎ হোসেনের ছেলে মেহেরুন নেছা
(৪২) ও ঢাকা মোহাম্মাদপুর এলাকার মহাসিন তালুকদারের ছেলে তাকি তালুকদার (২৮) আহত হয়।এছাড়া উদ্ধার কাজের জন্য বাসের জানালা কেটে উদ্ধার কাজের সময় আহত হয় ফায়ার সার্ভীসের হুসেন আলী।বাসের যাত্রী রনি বলেন বাসটির গতি বেশি ছিলো। রয়েল পরিবহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে ড্রাইভার বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ফলে বাসিটি খাদে পড়ে যায়।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ডাঃ আব্দুল

কাদের বলেন বাস দৃর্ঘটনায় যারা আহত হয়েছে ৯ জন তার মধ্যে ৮ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে নাহিদ ফৈরদৌসকে ভর্তি রাখা হয়েছে। নিহত সুপারভাইজার সাগরের জনাজা শেষে মোবারকপাড়া কবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৯ চোরাই মোটরসাইকেলসহ গ্রেপ্তার ৬

৯টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে দিবাগত রাত ২ টার মধ্যে উপজেলার শ্রীরামপুর, হাউসপুর, উদয়পুর, কুমারী ও পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় অভিযান করে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আসামীদের নিজ বাড়ি থেকে ৯টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ সোমবার বেলা ১২টার দিকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- উপজেলার হাউসপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে রাসেল (৩২), মারজুল রহমানের ছেলে সোহেল (২৬),নুরুল ইসামের ছেলে আব্বাস উদ্দীন (৩২),উদয়পুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৩৭),কুমারি গাংপাড়ার আঃ মজিদের ছেলে মারুফ হোসেন (২৩), পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া কুরশা গ্রামের মৃত মসলেম মন্ডলের ছেলে জমির আলী (৩৫)।

উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান বলেন, গোপন সংবাদে ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে পৌর এলাকার পশুহাট সংলগ্ন থেকে ৩টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাতে শ্রীরামপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান চালিয়ে আব্বাস আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় চোরাই ৩টি মোটরসাইকেল। গ্রেপ্তারকৃত আসামী আব্বাসের তথ্যে মিরপুর

থানাধীন বাঁশবাড়িয়া, উদয়পুর অভিযান চালিয়ে আরো ৩টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় চুরির সাথে জড়িত দু’জন আসামীকে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ মোটরসাইকেল চোর চক্রের সদস্য। এ সিন্ডিকেটে আলমডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা মিরপুর থানার অনেকে জড়িত। অভিযানে অনেকের নাম উঠে আসছে। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।